27 JAN 2016

নির্দিষ্ট কম্পানিকে কাজ দিতে দরপত্র নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড

শরীফুল আলম সুমন ▷

পরীক্ষার উত্তরপত্রের জন্য কাগজ এবং ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) ফরম সরবরাহের কাজ নির্দিষ্ট কম্পানিকে পাইয়ে দিতে তুঘলকি কাণ্ড ঘটেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। দরপত্রপ্রক্রিয়ার শর্তে যেসব ঘাটতি ছিল তা কোনো মতে ঠিকঠাক করে কাজ দেওয়া হলো প্রতিষ্ঠানটিকে। আর যে কম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষে বাদামি (কেপিএম) কাগজ সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে দীর্ঘদিনের রেওয়াজও পরিবর্তন করা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

নির্দিষ্ট কম্পানিকে কাজ দিতে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এখন থেকে পরীক্ষায় সাদা কাগজ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ দরপত্রে অংশ নেওয়া অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান বাদামি কাগজ নিজেরাই উৎপাদন করে। প্রায় একই দামে একটি কম্পানি যথাসময়ে ওই বাদামি কাগজ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

অভিযোগ রয়েছে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির একজন সদস্যকে অনৈতিক সুবিধা দিয়েছে একটি নির্দিষ্ট কম্পানি। তাদের স্পনসরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিদেশও সফর করেছেন। তাই ওই প্রতিষ্ঠানকেই কাজ দিতে তিনি তৎপর ছিলেন। জানা গেছে, দরপত্রপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর টেকনিক্যাল কমিটি ওই নির্দিষ্ট কম্পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ঘাটতির কথা উল্লেখ করে। এ ছাড়া তারা নিজেরা কাগজ উৎপাদন করে না বলে বিপুল পরিমাণ কাগজ যথাসময়ে সরবরাহ করতে পারবে কি না তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে। ফলে কমিটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর উল্লেখ করা কম্পানিকে যোগ্য বলে মত দেয়। এ অবস্থায় পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলেও সময়ক্ষেপণ করা হয়। এরপর ওই কর্মকর্তার উদ্যোগে শর্তের ঘাটতি পূরণ করিয়ে নির্দিষ্ট কম্পানিকেই কাজ দেওয়া হয়েছে।

এসব বিষয়ে দরপত্র কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই কাজ দেওয়া হয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইলে উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলেন।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত ১৯ অক্টোবর প্রায় এক কোটি ওএমআর ফরমসহ উত্তরপত্রের কাগজ, দেড় কোটি পিস অতিরিক্ত কাগজ এবং করোগেটেড বোর্ড ও বস্তার জন্য দরপত্র আহ্বান করে কর্তৃপক্ষ। পাঁচটি কম্পানি এতে অংশগ্রহণ করে। ৩ নভেম্বর দরপত্র খোলার পর পাঁচটি কম্পানিরই সক্ষমতা বোঝার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি করে তারা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামানকে আহ্বায়ক এবং প্রকৌশল ও পরিবহন দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবু হানিফকে সদস্যসচিব করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি পরিচালক মো. মুমিনুল ইসলাম ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল করিম।

টেকনিক্যাল কমিটি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে একটিকে উচ্চ দাম ও অন্যটিকে নানা কারণে বাদ দেয়। বাকি তিনটির মধ্যে এলিট প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের রেটও তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তবে বাকি দুটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র মূল্য কাছাকাছি হওয়ায় তাদেরই কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা মাস্টার সিমেক্স পেপার লিমিটেড রেট দেয় ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু টেকনিক্যাল কমিটি তাদের সক্ষমতার ও নিরাপত্তার ঘাটতি, কাগজ উৎপাদন করতে না পারাসহ বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে। আগে এ ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। যেহেতু এই কাজে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে তাই বাইরে থেকে কাগজ আনতে গেলে তাতে ব্যাঘাত ঘটবে। এ ছাড়া তারা দরপত্রে উল্লিখিত বাদামি কাগজ সরবরাহ করতে পারবে না বলে জানায়। সব মিলিয়ে টেকনিক্যাল টিম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পানি লিমিটেডকেই যোগ্য বলে মত দেয়। তাদের রেট ছিল ১৪ কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এই কম্পানি বাদামি কাগজ নিজেরাই উৎপাদন করে। নিরাপত্তারও কোনো সমস্যা নেই। আর এ ধরনের কাজ করার তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ফলে মাত্র ২০ লাখ ৮০ হাজার টাকার ব্যবধান হলেও সব দিক দিয়ে তাদেরই যোগ্য ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু টেকনিক্যাল কমিটির ওই প্রস্তাবের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতনের পরামর্শে সর্বনিম্ন দরদাতার কম্পানিটি দরপত্রের শর্ত 'নিরাপত্তা ঘাটতি' পূরণে মনোযোগী হয়। কারখানার নরসিংদীর মাধবদীতে দেয়াল দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। আর এতেই তারা যোগ্য হয়ে ওঠে। পরে আবারও গত সোমবার নিয়ম ভেঙে আরেকটি পরিদর্শন টিম ওই কম্পানির কারখানায় পাঠানো হয়। কমিটি এখন আর নিরাপত্তার ঘাটতি নেই বলে মত দেয়। এরপর তড়িঘড়ি করে গতকাল মঙ্গলবারই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ডেকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে তাদেরকেই কাজ দেয়।

নাম প্রকাশ না করে টেকনিক্যাল কমিটির একজন কর্মকর্তা বলেন, 'দরপত্র খোলা হয়েছে নভেম্বরের শুরুতে। এরপর টেকনিক্যাল কমিটিও তাদের প্রতিবেদন দিয়েছে ডিসেম্বরের শেষের দিকে। নিয়মানুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। কিন্তু বেষ্টনী তৈরি করার সময় দিতে এক মাস দেরি করা হয়। সেটা তৈরি হওয়ার পর আবারও পরিদর্শন করিয়ে তাদেরই কাজ দেওয়া হলো। এতে টেকনিক্যাল কমিটির কী দরকার ছিল। আর টেকনিক্যাল কমিটি নানা মত দিলেও প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু নিরাপত্তা ঘাটতির বিষয়টি লিখতে বলা হয়, যা সহজেই পূরণ করা সম্ভব।'

জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সর্বনিম্ন দরদাতা কম্পানিই কাজ পেয়েছে। তাদের বেষ্টনী ছিল না সেটা তারা এখন করেছে। সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে। সেটা আমরা আরেকটি টিম পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়েছি। তারা সিকিউরিটি এনশিউর করেছে ও লয়েস্ট প্রাইস দিয়েছে। বহুজনেরই বহু কিছু নেই। তার পরও আমরা খাতা পেলেই হলো।'

সাদা কাগজ ব্যবহারের বিষয়ে গাজীপুরেরই একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'খাতায় অনেক শিক্ষার্থীই মোবাইল নম্বর লিখে দেয়। দুর্নীতিবাজ শিক্ষকরা সেই নম্বরের সাহায্যে ওই ছাত্রকে খুঁজে বের করেন। এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে এবং ধরাও পড়েছে। আগে বাদামি কাগজ থাকায় সমস্যা ছিল খাতায় যে পাতাগুলো বাকি থাকত তাতেই যতটুকু সম্ভব উত্তর লিখে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হতো। ভেতরে কাগজ ঢোকানোর উপায় ছিল না। এখন যদি সাদা কাগজ ব্যবহৃত হয় তাহলে অনায়াসেই ভেতরে কাগজও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। আর দ্বৈত পরীক্ষক পদ্ধতি না থাকায় তা ধরা সম্ভব হবে না। ফলে সামনের দিনগুলোতে উত্তরপত্র নিয়ে দুর্নীতি আরো বাড়বে, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যে কম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়েছে তারা এখনো দরপত্রের শর্ত পূরণ করতে পারেনি। একটি শর্তে রয়েছে, মুদ্রণকালীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কেউ ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তারা তো নিজেরা কাগজ উৎপাদন করে না। ফলে সারা দিনই বাইরের লোকের আনাগোনা থাকবে। এতে কোনোভাবেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।